দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 19/3/79 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম 1 ...

196

দৈনিক বাংলা

ঢাকা ঃ সোমবার, ৫ই চৈত্র, ১৩৮৫ ঃ ১৯শে মার্চ, ১৯৭৯

আবুল মনসুর আহমদ

আরও একটি সফল, সার্থক, উজ্জ্বল জীবনের উপর যবনিকা পড়েছে। আমাদের মাঝ থেকে চলে গেছেন আরও একটি বিরাট ব্যক্তিত্ব। রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, সাহিত্যিক আবুল মনসুর আহমদ গতকাল দীর্ঘ রোগভোগের পর ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন (ইন্নালিল্লাহে.....রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১।

যদিও পরিণত বয়সেই তাঁর মৃত্যু তবুও এই সক্রিয়, প্রতিভাবান, মেধাবী মানুষটির অন্তর্ধানে আমাদের দেশ ও সমাজ বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাঁর সুদীর্ঘ কর্মমুখর জীবনে একাধিক পেশার ক্ষেত্রে তিনি অনায়াস পদবিচরণ করেছেন এবং তুলে এনেছেন অতুলনীয় সাফল্যের বিজয়মাল্য। সাংবাদিক হিসাবে তিনি ছিলেন আমাদের অগ্রপথিক; তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর শক্তিতে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তিনি শিখরে আরোহণ করেছিলেন। তাঁর ব্যঙ্গনিপুণ লেখনী তাঁকে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি স্বতন্ত্র, সমুন্নত আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল। মরহুম আবুল মনসুর আহমদের রচিত গ্রন্থ আয়না, ফুড কনফারেন্স, সত্যমিথ্যা প্রভৃতি আমাদের সাহিত্যের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত হিসাবেই বন্দিত। তাঁর মননশীলতা, পাণ্ডিত্য, আত্মবিশ্বাস এবং সর্বোপরি নিজের আদর্শে আত্মস্থতা তাঁর লেখনীকে দুর্লভ সাহসিকতায় মন্ডিত করেছিল। সাহিত্যিক ও সাংবাদিক হিসাবে তিনি রেখে গেছেন সৃজনশীলতার স্বাক্ষর।

রাজনীতির ক্ষেত্রেও আবুল মনসুর আহমদ অর্জন করেছিলেন দুর্লভ সাফল্য। কারাগারের প্রকোষ্ঠ এবং মন্ত্রিতের আসন—দুই-ই তিনি তাঁর জীবনে অলংকৃত করেছেন। ১৯৬৪ সালে তিনি ছিলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রচার সম্পাদক। ১৯৫৪ সালের ঐতিহাসিক নির্বাচনে তিনি যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থীরূপে এমএলএ নির্বাচিত হন। ১৯৫৬ সালে তিনি ছিলেন সাবেক পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের মন্ত্রী। ১৯৫৮ সালে আইয়ুবীয় সামরিক শাসনামলে তিনি কারাবরণ করেন। তিনি ছিলেন আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য এবং প্রথম সারির নেতা। মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর একজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও অনুসারীরূপে তিনি বরাবর গণতন্ত্রের জন্যে লড়াই করে গেছেন; মরহুম ছিলেন গণতন্ত্রের একজন নির্ভীক সৈনিক। মরহুম আবুল মনসুর আহমদের রচিত গ্রন্থ 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' উপমহাদেশীয় রাজনীতির একটি অমূল্য দলিল।

বাংলাদেশের নিজস্ব জাতীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় মরহুম আবুল মনসুর আহমদ উৎকীর্ণ করে রেখে গেছেন তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ ও রচনায়। ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিষয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মতবাদের অনুসারী ছিলেন তিনি—গড্ডালিকা প্রবাহে কখনও গা ভাসিয়ে দেননি। আমাদের সমাজে তাঁর অস্তিত্ব ছিল বনস্পতির মত।

মরহুম আবুল মনসুর আহমদ আমাদের সমাজের জন্যে রেখে গেছেন এক উজ্জ্বল উত্তরাধিকার। তাঁর সৃজনশীলতা, তাঁর সাহসিকতা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে তাঁর আস্থা আমাদের জন্যে এবং ভাবীকালের জন্যে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। নিষ্ঠা, প্রতিভা, মৌলিকত্ব আর বুদ্ধির দীপ্তির সমন্বয়ে একটি জীবন কেমন সুফল হয়ে উঠতে পারে তার উদাহরণ মরহুম আবুল মনসুর আহমদ। তিনি আমাদের সমাজের সেই বিলীয়মান ধারার একজন সার্থক প্রতিনিধি—যিনি আপন উদ্যোগে, মেধায়, গণতান্ত্রিক সহিষ্ণুতায় আর সৃজনশীলতায় সমাজকে সমৃদ্ধ করে গেছেন—সাহিত্য, সাংবাদিকতা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে রেখে গেছেন স্বতন্ত্র অবদান।

মরহুম আবুল মনসুর আহমদের মৃত্যুতে আমরা আমাদের গভীর শোক নিবেদন করি এবং তাঁর স্মৃতির প্রতি জানাই আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা। তাঁর পরিবার-পরিজনকে আমরা সমবেদনা জ্ঞাপন করি। চিরশান্তি লাভ করুক তাঁর বিদেহী আত্মা।